হিন্দু ধর্ম মহান

লেখক :– সন্ত রামপাল দাস
সঞ্চালক : সতলোক আশ্রম, বরবালা জেলা – হিসার (হরিয়ানা)

জীব আমাদের জাতি, মানব ধর্ম আমাদের।
হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ঈশাই পৃথক কোনো ধর্ম নয়॥

সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান
প্রাপ্ত করার জন্য
Sant Rampal Ji Maharaj
অ্যাপ প্লে স্টোর থেকে
ডাউনলোড করুন।

GET IT ON Google Play

"গীতা তোমার জ্ঞান অমৃত" অথবা
"জীবনের পথ" - পুস্তক সম্পূর্ণ বিনামূল্যে
প্রাপ্ত করার জন্য এই নম্বরে মিসকল করুন।

81 93 81 93 81

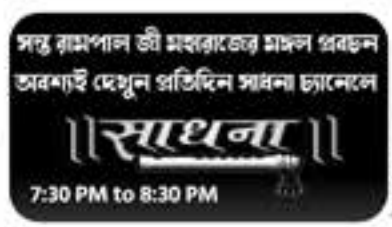

SPIRITUAL LEADER SAINT RAMPAL JI
@SAINTRAMPALJIM
SANT RAMPAL JI MAHARAJ
SUPREMEGOD.ORG

{তারিখ ঃ ২৫ই মে সাল ২০১৩ তে লিখন কার্য সম্পূর্ণ হয়।}
প্রথম সংস্করণ জুন ২০১৩ = ১০,০০০
দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০১৪ = ২০,০০০

লেখক ঃ সন্ত রামপাল দাস
সঞ্চালক ঃ সতলোক আশ্রম, বরবালা জেলা – হিসার (হরিয়ানা)

মুদ্রক ঃ কবীর প্রিন্টার্স
সি–১১৭ সেক্টর ৩, বওয়ানা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, নিউ দিল্লি।

প্রকাশক ঃ প্রচার প্রসার সমিতি এবং সর্ব সংগত
সতলোক আশ্রম, হিসার – টোহানা রোড বরবালা
জেলা – হিসার, (প্রান্ত হরিয়ানা) ভারত।

সম্পর্ক সূত্র ঃ ৮২২২৮৮০৫৪১, ৮২২২৮৮০৫৪২, ৮২২২৮৮০৫৪৩
৮২২২৮৮০৫৪৪, ৮২২২৮৮০৫৪৫

বাংলায় কথা বলার জন্য এই নং যোগাযোগ করুন : +৯১ ৮৮৮ ২৯১ ৪৯ ১১

e-mail : jagatgururampalji@yahoo.com
Visit us at : www.jagatgururampalji.org

“হিন্দু ধর্ম মহান”

সর্ব প্রথম এটি পড়ুন ঃ-

❖ বিশ্বে যতগুলি ধর্ম (পন্থ) প্রচলিত রয়েছে, তাদের মধ্যে সনাতন ধর্ম (সনাতন পন্থ, আদি শঙ্করাচার্যের পরে ওনার দ্বারা বলা সাধনা করা জনসমুদায়কে হিন্দু বলা শুরু হয় এবং সনাতন পন্থ হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করতে থাকে, এটাই হিন্দু ধর্ম) সবথেকে পুরাতন।

পবিত্র চারটি বেদ (ঋকবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ) এবং পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ গীতা হল এই ধর্মের মেরুদণ্ড। একেবারে শুরুতে কেবল চার বেদের আধারে বিশ্বের সকল মানব ধর্ম–কর্ম করতেন। এই চারটি বেদ প্রভু প্রদত্ত (God Given)। এগুলির সার হল শ্রীমদ্ভগবদ গীতা। এইজন্য এই শাস্ত্রটিও প্রভু প্রদত্তই (God Given) হল।

বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার বিষয় হল; যে জ্ঞান স্বয়ং পরমাত্মা বলেছেন, সেই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে সত্য হয়। এইজন্য এই শাস্ত্র দুটি নিঃসন্দেহে বিশ্বাসযোগ্য। প্রত্যেক মানবের উচিত এর মধ্যে বলা সাধনাই করা। এই সাধনাকে শাস্ত্রবিধি অনুসারে সাধনা বলা হয়। এই শাস্ত্রগুলিতে যে সাধনা করতে মানা করা হয়েছে, তা যদি কেউ করে, তাহলে সে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে মনমর্জী আচরণ(স্বেচ্ছাচারিতা) করছে। যার বিষয়ে গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩-২৪ এ এইভাবে বলা হয়েছে ঃ

➢ শ্লোক নং ২৩ ঃ- যে পুরুষ অর্থাৎ সাধক শাস্ত্রবিধিকে ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছা অনুসারে মনমর্জী আচরণ করে, সে না সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, না পরম গতি অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, আর না কোনো সুখ প্রাপ্ত হয়। (গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩)

➢ শ্লোক নং ২৪ ঃ- এইকারণে তোর জন্য অর্জুন! এই কর্তব্য অর্থাৎ যেসব ভক্তি কর্ম করার যোগ্য আর অকর্তব্য অর্থাৎ যেসব ভক্তি কর্ম করার যোগ্য নয়, এই ব্যবস্থাপনায় শাস্ত্রই প্রমাণ। এইরকম জেনে তুই, শাস্ত্রবিধি দ্বারা নিয়ত কর্ম অর্থাৎ যা শাস্ত্রতে করার জন্য বলা হয়েছে সেই ভক্তি কর্মই, করার যোগ্য। (গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৪)

হিন্দু ভাইয়েরা! প্রমাণ দেখার জন্য গীতাপ্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত এবং শ্রী জয়দয়াল গোয়েন্দকা দ্বারা অনুবাদিত 'শ্রীমদ্ভগবতগীতা পদচ্ছেদ অন্বয়' এর অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩-২৪ এর ফটোকপি পড়ুন ঃ

[শাস্ত্র বিধিকে ত্যাগ করে ইচ্ছানুরূপ আচরণকারীদের নিন্দা]

(গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩–এর ফটোকপি)

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন সঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩॥

যঃ, শাস্ত্রবিধিম, উৎসৃজ্য, বর্ততে, কামকারতঃ,
ন, সঃ, সিদ্ধিম, অবাপ্নোতি, ন, সুখম্, ন, পরাম্, গতিম্ ॥ ২৩॥

এবং –

যঃ	=	যে পুরুষ	অবাপ্নোতি	=	প্রাপ্ত হয়,
শাস্ত্রবিধিম্	=	শাস্ত্রবিধিকে			(এবং)
উৎসৃজ্য	=	ত্যাগ করে	ন	=	না
কামকাতরঃ	=	স্বেচ্ছাচারী হয়ে	পরাম্	=	পরম
বর্ততে	=	আচরণ করে,	গতিম্	=	গতি
সঃ	=	সে			(ও)
ন	=	না	ন	=	না
সিদ্ধিম্	=	সিদ্ধিকে	সুখম্	=	সুখকে (ই) (প্রাপ্ত হয়)।

[শাস্ত্রের অনুকূল কর্ম করবার জন্য প্রেরণা।]

(গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৪–এর ফটোকপি)

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ২৪॥

তস্মাৎ, শাস্ত্রম্, প্রমাণম্, তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ,
জ্ঞাত্বা, শাস্ত্রবিধানোক্তম্, কর্ম, কর্তুম্, ইহ, অর্হসি ॥ ২৪॥

তস্মাৎ	=	সেইজন্য	(এবম্)	=	এইরকম
তে	=	তোমাকে	জ্ঞাত্বা	=	জেনে (তুমি)
ইহ	=	এই	শাস্ত্র বিধানোক্তম্	=	শাস্ত্রবিধি দ্বারা নিয়ত
কার্যাকার্য–ব্যবস্থিতৌ	=	কর্তব্য এবং অকর্তব্যের ব্যবস্থাতে	কর্ম	=	কর্ম
			কর্তুম্	=	করার
শাস্ত্রম্	=	শাস্ত্র (ই)	অর্হসি	=	যোগ্য রয়েছো।
প্রমাণম্	=	প্রমাণ (মান্য করা উচিত)।			

❖ হিন্দু ভাইয়েরা! এখন আসুন আমরা পবিত্র শ্রীমদ্ভগবত গীতার অধ্যায় নং ১৭ শ্লোক নং ১–৬ পড়ি ঃ

শ্লোক ১ ঃ এই শ্লোকে অর্জুন গীতা জ্ঞানদাতা প্রভুকে প্রশ্ন করেন যে ঃ

➢ হে কৃষ্ণ। যে মানুষ শাস্ত্রবিধিকে ত্যাগ করে শ্রদ্ধা সহকারে দেবী–দেবতাদের পূজো করে, তাদের স্থিতি কী রকম হয়? সাত্ত্বিক, রাজসিক নাকি তামসিক? (গীতা অধ্যায় নং ১৭ শ্লোক নং ১)

এর উত্তর শ্লোক ২–৬ এর মধ্যে দেওয়া আছে। গীতা জ্ঞানদাতা প্রভুর উত্তর ঃ-

সংক্ষেপে এই প্রকারঃ- মানুষের শ্রদ্ধা তার পূর্ব জন্মের সংস্কার অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক তথা তামসিক হয়। (গীতা অধ্যায় নং ১৭ শ্লোক নং ২)

➢ হে ভারত! সব মানুষের শ্রদ্ধা তার অন্তঃকরনের অনুরূপ হয়। যার যেমন শ্রদ্ধা, সে স্বয়ং তেমন হয়, অর্থাৎ ওইরকম স্বভাবেরই হয়। (গীতা অধ্যায় নং ১৭ শ্লোক নং ৩)

➢ সাত্ত্বিকগণ দেবতাদের পূজো করে। রাজসিক পুরুষ যক্ষ এবং রাক্ষসদের এবং অন্য যে সকল তামসিক মানুষ আছে, তারা প্রেত এবং ভূতদের পূজো করে। (গীতা অধ্যায় নং ১৭ শ্লোক নং ৪)

➢ হে অর্জুন! যে মানুষ শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে (কেবল মনমানী/মন কল্পিত) ঘোর তপস্যা করে এবং দম্ভ ও অহঙ্কার যুক্ত কামনা, আসক্তি ও ক্ষমতার অভিমানের সাথেও যুক্ত থাকে। (গীতা অধ্যায় নং ১৭ শ্লোক নং ৫)

➢ এবং যে শরীর রূপে স্থিত ভূতসমুদায়কে এবং অন্তঃকরণে স্থিত আমাকে (গীতা জ্ঞানদাতা প্রভুকে) পীড়িত করে, অর্থাৎ কষ্ট দেয়, সেই অজ্ঞানীদের তুই অসুর স্বভাবের বলে জানবি। (গীতা অধ্যায় নং ১৭ শ্লোক নং ৬)

এই প্রমাণ গীতা অধ্যায় নং ১৬ শ্লোক ১৭–২০ তে ও আছে। বলা আছে যে ঃ–

➢ শ্লোক ১৭ ঃ- নিজেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ মেনে নেওয়া অহঙ্কারী পুরুষ ধন এবং মান-সম্মানের প্রাচুর্যতা প্রদর্শন সহ কেবল নামেই মাত্র যজ্ঞ দ্বারা কপটভাবে শাস্ত্র বিরুদ্ধ পূজো করে। (গীতা ১৬ শ্লোক ১৭)

➢ শ্লোক ১৮ ঃ- অহঙ্কার, ক্ষমতা, অভিমান, ক্রোধ ইত্যাদি পরায়ন ব্যক্তি আর অন্যদের নিন্দা করা ব্যক্তি নিজের এবং অন্যদের শরীরে অবস্থিত আমার (গীতা জ্ঞানদাতার) প্রতিও বিদ্বেষকারী হয়। (গীতা অধ্যায় নং ১৬ শ্লোক নং ১৮)

➢ শ্লোক ১৯ ঃ- এই দ্বেষ করতে থাকা পাপী ও ক্রুরকর্মা নরাধমদেরকে (নীচ মানুষদেরকে) আমি সংসারে বারবার আসুরিক যোনিতে ফেলি(জন্ম দিই)। (গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ১৯)

➢ শ্লোক ২০ ঃ হে অর্জুন! সেই মুঢ(মুর্খ) আমাকে প্রাপ্ত না করে জন্ম–জন্মান্তর ধরে আসুরিক যোনীকে প্রাপ্ত হয়। তারপর তার থেকেও অতি নীচ গতিকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঘোর নরকে যায়।

উপরোক্ত গীতার শ্লোকের সারাংশ

গীতা অধ্যায় নং ১৭ শ্লোক নং ১–এ অর্জুন জিজ্ঞাসা করেন যে – "হে কৃষ্ণ! যে মানুষ শাস্ত্রবিধিকে ত্যাগ করে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে দেবতাদের পূজো করে, সে স্বভাবত কেমন হয়?" অর্জুন গীতা অধ্যায় নং ৭ শ্লোক নং ১২–১৫ তে আগে শুনেছিলেন যে তিন গুণ তথা ত্রিগুণময়ী মায়া অর্থাৎ রজগুন ব্রহ্মাজী, সত্ত্বগুণ বিষ্ণুজী এবং তমগুণ শিবজী ইত্যাদি দেবী দেবতাদের যারা পূজো করে, তারা তাদের পর্যন্তই সীমিত থেকে যায়। তাদের বুদ্ধি এদের থেকে উপরে আমার তথা গীতা জ্ঞান দাতার ভক্তি

পর্যন্ত পৌঁছায়ই না। এইভাবে মায়া দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, সেই রাক্ষস স্বভাব ধারণকারী, মানুষদের মধ্যে নীচ ও দুষিত কর্ম করা মুর্খরা আমার ভক্তিও করে না।

❖ গীতা অধ্যায় নং ৭ শ্লোক নং ২০–২৩ এ বলা হয়েছে যে ঃ

এখানে শ্লোক নং ১২–১৫ এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ওইসকল ভোগের কামনা দ্বারা যাদের জ্ঞান হরণ করা হয়েছে, তারা নিজের স্বভাব দ্বারা প্রেরিত হয়ে ওই নিয়মগুলি ধারণ করে অর্থাৎ লোক বেদ মানে লোকমুখে প্রচলিত গল্পকথার আধারে অন্যান্য দেবতাদের ভজনা করে অর্থাৎ পূজো করে, যা গীতায় নিষেধ করা আছে যে, রজগুণ ব্রহ্মা সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমগুণ শিব ও অন্যান্য দেবী–দেবতাদের পূজো করা উচিৎ নয়। তারা লোক বেদের আধারে লোকমুখে শোনা কথা অনুযায়ী দেবতাদের পূজো করে। এই দেবতাদের পূজো শাস্ত্রবিধি রহিত অর্থাৎ মনমর্জি আচরণ করে, যা গীতা অধ্যায় নং ১৬ শ্লোক নং ২৩–২৪ এ ব্যর্থ সাধনা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বিষয়েই গীতা অধ্যায় নং ১৭ শ্লোক নং ১ এ অর্জুন প্রশ্ন করেছে – "হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধিকে ত্যাগ করে, অন্যান্য দেবতাদের পূজো করে, তাদের নিষ্ঠা কেমন হয় মানে তাদের অবস্থা রাজসিক; সাত্ত্বিক না তামসিক?

ভাবার্থ হল, যারা রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমগুণ শিব ও অন্যান্য দেবতাদের পূজো করে, ওই পূজো তো শাস্ত্রবিধি রহিত কিন্তু এই অন্য দেবতাদের, যা করার যোগ্য (অকর্তব্য) নয় সেই পূজো করে, তাদের স্বভাব কেমন হয়?

গীতা জ্ঞান দাতা গীতা অধ্যায় নং ১৭ শ্লোক নং ২–৬ এ আগে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যারা সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ ভালো মানুষ তারা কেবল অন্য দেবতাদের পূজো করে। অন্য যারা রাজসিক স্বভাবের ব্যক্তি তারা রাক্ষসদের ও যক্ষদের পূজো করে এবং যারা তামসিক প্রকৃতির হয়, তারা প্রেত ও ভূতদের পূজো করে। {মনে রাখবেন যে শ্রাদ্ধ করা, পিণ্ড দান করা, অস্থিকে পণ্ডিত দ্বারা গঙ্গায় ভাসানো, তেরো দিনের ক্রিয়া, বার্ষিক ক্রিয়া এগুলিকে কর্মকান্ড বলা হয় যা করা গীতায় নিষেধ আছে, বেদে একে মুর্খ সাধনা বলে অভিহিত করা হয়েছে। **প্রমাণঃ-** মার্কণ্ডেয় পুরাণে **"রৌচ্য ঋষির উৎপত্তি"** অধ্যায়ে আছে, রুচি ঋষি নির্জনে নিঃসঙ্গ ভাবে থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করে, বেদ অনুসারে ভক্তি করতেন। যখন তিনি ৪০ বছরের হন, তখন তার পূর্বপুরুষেরা আকাশে দেখা দেন। তারা রুচি ঋষিকে বলেন (যেহেতু তারা কর্মকাণ্ড করতেন, সেই কারণে তাদের মুক্তি হয় নি। এনারা প্রেত–পিতর যোনিতে কষ্ট ভোগ করছিলেন। এনারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে যেমনখুশি ভক্তি করে জীবন নষ্ট করেছিলেন। মহা দুঃখী ছিলেন।) "পুত্র! তুই বিয়ে করিস নি কেন? আমাদের শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ক্রিয়া তথা কর্মকাণ্ড করিস নি কেন?" রুচি ঋষি উত্তরে বলেন, "হে পিতামহ! বেদে কর্মকাণ্ডকে অবিদ্যা (মুর্খের সাধনা) বলা হয়েছে। তারপরেও কেন আপনারা আমাকে এমন করতে বলছেন?" পিতরগণ বলেন – "পুত্র রুচি! এটা সত্য যে কর্মকাণ্ডকে বেদে অবিদ্যা বলা হয়েছে। তুমি যে সাধনা করছো তা মোক্ষের পথ। আমরা মহা কষ্টে আছি। আমাদের গতি করাও তথা বিবাহ করো। আমাদের পিণ্ডদান করে আমাদের ভুত যোনী থেকে উদ্ধার করো।" তারা স্বয়ং শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে মনমর্জি কর্মকাণ্ড করে প্রেত হয়েছেন। তারপর নিজেদের সন্তান রুচি, যিনি শাস্ত্র অনুযায়ী ভক্তি করছিলেন, তাকেও সত্য

সাধনা ত্যাগ করিয়ে নরকের ভাগী বানালেন। রুচি ঋষি বিবাহ করলেন। তারপর কর্মকাণ্ড করলেন। তারপর তিনিও ভুত হয়ে যান। পিণ্ডদান করলে ভুত যোনী থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। তারপর জীব পশুপাখির যোনী প্রাপ্ত করে। কী ছাই গতি করালো? সূক্ষ্ম বেদে বলা রয়েছে ঃ

গরীব, ভুত যোনী ছুটত হৈ, পিণ্ড প্রদান করন্ত।
গরীবদাস জিন্দা কহ, নহীঁ মিলে ভগবন্ত॥

গীতা অধ্যায় নং ৯ শ্লোক নং ২৫ –এও স্পষ্ট করা রয়েছে। গীতা অধ্যায় নং ৯ শ্লোক নং ২৫ :-

দেবতাদের যারা পুজো করে, তারা দেবতাদের প্রাপ্ত হয়। যারা পিতরগণের পূজো করে তারা পিতরদেরকে প্রাপ্ত হয়। ভুতেদের যারা পূজো করে, তারা ভুতেদের প্রাপ্ত হয় তথা ভুত হয়ে যায়। আমাকে(গীতা জ্ঞানদাতাকে) যারা পূজো করে, তারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভক্তি করা লাভ দায়ক। এমনটাই করো।}

গীতা অধ্যায় ১৭ এর শ্লোক ৫–৬ এ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যারা শাস্ত্রবিধি ছাড়াই মনমানী আচরণ করে ঘোর তপ করে তারা এবং যারা উপরোক্ত অন্যান্য দেবী–দেবতা অর্থাৎ রজগুণ ব্রহ্মা সত্ত্বগুণ বিষ্ণু তমগুণ শিব এবং অন্যান্য দেবী দেবতাদের পূজো করে, যারা ভুত বা প্রেতদের পূজো করে (শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড হল ভুতেদের পূজো) এবং যারা যক্ষ–রাক্ষসদের পূজো করে, তারা সকলেই তাদের শরীরে স্থিত ভুতগণকে (কমলে যে বিরাজমান শক্তিগুলি আছেন, তাদের) এবং অন্তঃকরনে স্থিত আমি তথা গীতা জ্ঞানদাতাকে কষ্ট প্রদানকারী। এই অজ্ঞানীদেরকে অসুর স্বভাবের বলে জেনো। গীতা অধ্যায় নং ১৬ শ্লোক নং ১৭–২০ তে আপনারা এই বিষয়ে পড়েছেন। বলা হয়েছে যে, যারা শাস্ত্রবিধি বিহীন পূজো করে, তারা নিজের শরীরে এবং অন্যদের শরীরে স্থিত আমাকে অর্থাৎ গীতা জ্ঞানদাতাকে দ্বেষকারী হয়, কারণ তারা অন্য দেবী দেবতাদের পূজো করে। তারা গীতা জ্ঞানদাতা অর্থাৎ কাল ভগবানের পূজো করে না। এজন্য দ্বেষকারী বলা হয়েছে। এই দ্বেষকারীগণকে অর্থাৎ শ্রী ব্রহ্মা রজগুন শ্রী বিষ্ণু সত্ত্বগুন এবং শ্রী শিব তমগুন, কাল ব্রহ্মের এই প্রধান তিন শক্তি এবং অন্য দেবী–দেবতার পূজারী, পাপাচারী, ক্রুরকর্মী, নরাধমদেরকে আমি বারে–বারে আসুরিক যোনিতে পাঠাই (জন্ম দিই)। (গীতা অধ্যায় নং ১৬ শ্লোক নং ১৭–১৯)

গীতা অধ্যায় নং ১৬ শ্লোক নং ২০ তে বলা হয়েছে যে "হে অর্জুন! এই মূঢ়গণ (মূর্খগণ) আমাকে প্রাপ্ত না করে জন্ম জন্মান্তর ধরে অসুর যোনীতে জন্ম নিচ্ছে। তারপর তার থেকেও অতিনীচ গতি প্রাপ্ত করে অর্থাৎ ঘোর নরকে পড়ে যায়।

যদি কেউ বলে যে, উপরোক্ত অধ্যায়ে শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু, শ্রী শিবের পূজো করা নিষেধ বলা নেই, অন্যান্য দেবতাদের পূজোর বিষয়ে বলা আছে।

উত্তর ঃ তার উত্তর এটাই হবে যে, সম্পূর্ণ গীতাতে কোথাও শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু, এবং শ্রী শিবের পূজো করতে বলা হয়নি। সুতরাং, এদের পূজো করার কথা গীতা শাস্ত্রে না থাকার কারণে এটা শাস্ত্রবিধি রহিত হয়, যা গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩–২৪ অনুসারে ব্যর্থ সিদ্ধ হয়। তার উপর হিন্দু মায়েরা এমন কোনো দেবীদেবতাকে বাদ দেননি যাদের পূজো এনারা করেন না। অতএব প্রমাণিত হল যে –

"হিন্দু ভাইজান নহী সমঝে গীতা জ্ঞান – বিজ্ঞান" অর্থাৎ "হিন্দু ভাইয়েরা বোঝেননি গীতার জ্ঞান – বিজ্ঞান"।

➢ উপরোক্ত গীতার বিষয়কে বোঝার জন্য, মানে প্রমাণের জন্য দয়া করে পড়ুন আর নিজের চোখে শ্লোকগুলির ফটোকপি দেখুন যা ভারতের প্রসিদ্ধ ও বিশ্বাসনীয় গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত এবং শ্রী জয়দয়াল গোয়ন্দকা দ্বারা অনুবাদিত 'শ্রীমদ্ভগবতগীতা পদচ্ছেদ অন্বয়' থেকে নেওয়া :

[শাস্ত্রবিধিকে ত্যাগ করে শ্রদ্ধাপূর্বক পূজনকারী পুরুষদের নিষ্ঠার বিষয়ে অর্জুনের প্রশ্ন।]

(গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ১–এর ফটোকপি)

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষা নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১॥

যে, শাস্ত্রবিধিম্, উৎসৃজ্য, যজন্তে, শ্রদ্ধয়া, অন্বিতাঃ,
তেষাম্, নিষ্ঠা, তু, কা, কৃষ্ণ, সত্ত্বম্, আহো, রজঃ, তমঃ ॥ ১॥

এই প্রকার ভগবানের কথা শুনে অর্জুন বললেন –

কৃষ্ণ	=	হে কৃষ্ণ!	তেষাম্	=	তাদের
যে	=	যেসব মানুষ	নিষ্ঠা	=	স্থিতি
শাস্ত্রবিধিম্	=	শাস্ত্রবিধিকে	তু	=	তাহলে
উৎসৃজ্য	=	ত্যাগ করে (কেবল)	কা	=	কেমন? (কি)
শ্রদ্ধয়া, অন্বিতাঃ	=	শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে	সত্ত্বম্	=	সাত্ত্বিকী
যজন্তে	=	দেবাদির পূজা করে,	আহো	=	অথবা
			রজঃ	=	রাজসী (কিংবা)
			তমঃ	=	তামসী?

[গুণের অনুসারে তিনপ্রকার স্বাভাবিক শ্রদ্ধার কথন।]

(গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২–এর ফটোকপি)

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২॥

ত্রিবিধা, ভবতি, শ্রদ্ধা, দেহিনাম্, সা, স্বভাবজা,
সাত্ত্বিকী, রাজসী, চ, এব, তামসী, চ, ইতি, তাম্, শৃণু ॥ ২॥

এইপ্রকার অর্জুন জিজ্ঞাসা করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন !

দেহিনাম্	=	মানুষদের	স্বভাবজা	=	স্বভাব থেকে উৎপন্ন[১]
সা	=	সেই	শ্রদ্ধা	=	শ্রদ্ধা
দেহে	=	(শাস্ত্রীয় সংস্কার বিনা কেবল)	সাত্ত্বিকী	=	সাত্ত্বিকী
			চ	=	এবং

রাজসী	=	রাজসী	এব	=	ই
চ	=	আর	ভবতি	=	হয়।
তামসী	=	তামসী	তাম্	=	তা (তুমি)
ইতি	=	এইরকম	(মত্তঃ)	=	আমার কাছ থেকে
ত্রিবিধা	=	তিন প্রকারের	শৃণু	=	শোনো।

[শ্রদ্ধার অনুসারে পুরুষের স্থিতি কথন।]

(গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ৩–এর ফটোকপি)

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩॥

সত্ত্বানুরূপা, সর্বস্য, শ্রদ্ধা, ভবতি, ভারত,
শ্রদ্ধাময়ঃ, অয়ম্, পুরুষঃ, যচ্ছ্রদ্ধঃ, সঃ, এব, সঃ ॥ ৩॥

ভারত	=	হে ভারত,	শ্রদ্ধাময়ঃ	=	শ্রদ্ধাময়।
সর্বস্য	=	সব মানুষের	(অতঃ)	=	এইজন্য
শ্রদ্ধা	=	শ্রদ্ধা (তাদের)	যঃ	=	যে পুরুষ
সত্ত্বানুরূপা	=	অন্তঃকরণের অনুরূপ	যচ্ছ্রদ্ধঃ	=	যেরূপ শ্রদ্ধা বিশিষ্ট
ভবতি	=	হয় (এবং)	সঃ	=	সে স্বয়ং
অয়ম্	=	এই	এব	=	ও
পুরুষঃ	=	পুরুষ	সঃ	=	সেইরূপ।

অর্থাৎ যার যেরূপ শ্রদ্ধা সে নিজে সেরূপ হয়ে থাকে।

[দেব, যক্ষ এবং প্রেতাদির পূজা দ্বারা ত্রিবিধ শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষদের পরিচয়।]

(গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ৪–এর ফটোকপি)

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪॥

যজন্তে, সাত্ত্বিকাঃ, দেবান্, যক্ষরক্ষাংসি, রাজসাঃ,
প্রেতান্, ভূতগণান্, চ, অন্যে, যজন্তে, তামসাঃ, জনাঃ ॥ ৪॥

তাদের মধ্যে –

সাত্ত্বিকাঃ	=	সাত্ত্বিক পুরুষেরা			(আর)
দেবান্	=	দেবতাদের	অন্যে	=	অন্য
যজন্তে	=	পূজো করেন (এবং)	তামসাঃ	=	তামস
রাজসাঃ	=	রাজস পুরুষেরা	জনাঃ	=	ব্যক্তিরা
যক্ষরক্ষাংসি	=	যক্ষ এবং রাক্ষসদের (পূজো করে)	প্রেতান্	=	প্রেত
			চ	=	ও
			ভূতগণান্	=	ভূতগণের
			যজন্তে	=	পূজো করে।

[শাস্ত্রবিরুদ্ধ ঘোর তপস্যাকারীদের নিন্দা।]

(গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ৫–এর ফটোকপি)

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫॥

অশাস্ত্রবিহিতম্, ঘোরম্, তপ্যন্তে, যে, তপঃ, জনাঃ,
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ, কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫॥

যে	=	যে	তপ্যন্তে	=	করে থাকে (ও)
জনাঃ	=	মানুষেরা			
অশাস্ত্রবিহিতম্	=	শাস্ত্রবিধি রহিত (কেবল মনে মনে কল্পিত)	দম্ভাহঙ্কার সংযুক্তা	=	দম্ভ এবং অহঙ্কারযুক্ত (আর)
ঘোরম্	=	ঘোর	কামরাগ বলান্বিতাঃ	=	কামনা, আসক্তি ও বলের অভিমান যুক্ত।
তপঃ	=	তপস্যা			

(গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ৬–এর ফটোকপি)

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬॥

কর্ষয়ন্তঃ, শরীরস্থম্, ভূতগ্রামম্, অচেতসঃ, মাম্,
চ, এব, অন্তঃশরীরস্থম্, তান্, বিদ্ধি, আসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬॥

এবং যে –

শরীরস্থম্	=	শরীররূপে স্থিত	কর্ষয়ন্তঃ	=	কৃশ করে,[২] (কষ্ট দেয়)
ভূতগ্রামম্	=	ভূতসমুদায়কে [১]	তান্	=	সেইসব
চ	=	এবং	অচেতসঃ	=	অজ্ঞানীদের (তুমি)
অন্তঃশরীরস্থম্	=	অন্তঃকরণে স্থিত			
মাম্	=	অন্তর্যামীরূপ আমাকে	আসুরনিশ্চয়ান্	=	আসুর স্বভাব বিশিষ্ট
এব	=	ও	বিদ্ধি	=	জানবে।

[আসুরী প্রকৃতি বিশিষ্টদের লক্ষণ।]

(গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ১৭–এর ফটোকপি)

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ, স্তব্ধাঃ, ধনমানমদান্বিতাঃ,
যজন্তে, নামযজ্ঞৈঃ, তে, দম্ভেন, অবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭॥

তথা

তে	=	ঐসব	অবিধি পূর্বকম্	=	শাস্ত্রবিধিবর্জিত
আত্মসম্ভাবিতাঃ	=	নিজেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকারী	নামযজ্ঞৈঃ	=	কেবল নামমাত্র যজ্ঞ দ্বারা
স্তব্ধাঃ	=	অহঙ্কারী পুরুষ	দম্ভেন	=	দম্ভপূর্বক
ধনমানমদান্বিতাঃ	=	ধন এবং মানের মদ যুক্ত হয়ে	যজন্তে	=	যজন করে।

(গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ১৮–এর ফটোকপি)

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮॥

অহঙ্কারম্, বলম্, দর্পম্, কামম্, ক্রোধম্, চ, সংশ্রিতাঃ,
মাম্, আত্মপরদেহেষু, প্রদ্বিষন্তঃ, অভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮॥

আর সেইসব –

অহঙ্কারম্	=	অহঙ্কার	আত্মপর দেহেষু	=	নিজের এবং অপরের শরীরে (স্থিত)
বলম্	=	বল	মাম্	=	অন্তর্যামীরূপ আমাকে
দর্পম	=	দর্প	প্রদ্বিষন্তঃ	=	দ্বেষ করে থাকে।
কামম্	=	কামনা			
চ	=	এবং			
ক্রোধম্	=	ক্রোধাদিকে			
সংশ্রিতাঃ	=	আশ্রয় করে			
অভ্যসূয়কাঃ	=	অন্যের নিন্দাকারী পুরুষ			

[দ্বেষকারী নরাধমদের আসুরী যোনি প্রাপ্তি।]

(গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ১৯–এর ফটোকপি)

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯॥

তান্, অহম্, দ্বিষতঃ, ক্রূরান্, সংসারেষু, নরাধমান্,
ক্ষিপামি, অজস্রম্, অশুভান্, আসুরীষু, এব, যোনিষু ॥ ১৯॥

এইরূপ –

তান্	=	সেই	সংসারেষু	=	সংসারে
দ্বিষতঃ	=	দ্বেষকারী	অজস্রম্	=	বারংবার
অশুভান্	=	পাপাচারী	আসুরীষু	=	আসুরী
ক্রূরান্	=	ক্রূরকর্মা	যোনিষু	=	যোনীতে
নরাধমান্	=	নরাধমদের	এব	=	ই
অহম্	=	আমি	ক্ষিপামি	=	নিক্ষেপ করি

অর্থাৎ শূকর, কুকুর প্রভৃতি নীচ যোনিতেই উৎপন্ন করে দেই।

[পুনরায় আসুরী প্রকৃতি যুক্তদের অধোগতি প্রাপ্তি।]

(গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২০–এর ফটোকপি)

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০॥

আসুরীম্, যোনিম, আপন্নাঃ, মূঢ়াঃ, জন্মনি, জন্মনি,
মাম্, অপ্রাপ্য, এব, কৌন্তেয়, ততঃ, যান্তি, অধমাম্, গতিম্ ॥ ২০॥

এইজন্য –

কৌন্তেয়	=	হে অর্জুন	অপ্রাপ্য	=	প্রাপ্ত না হয়ে
জন্মনি	=	জন্মে	ততঃ	=	তার চেয়ে
জন্মনি	=	জন্মে	অধমাম্	=	অতি নীচ
আসুরীম্	=	আসুরী	গতিম্	=	গতিকে
যোনিম্	=	যোনি	এব [১]	=	ই
আপন্নাঃ	=	প্রাপ্ত	যান্তি	=	প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঘোর নরকে পড়ে।
মূঢ়াঃ	=	ঐসব মূঢ়রা			
মাম্	=	আমাকে			

[শাস্ত্র বিধিকে ত্যাগ করে ইচ্ছানুরূপ আচরণকারীদের নিন্দা]

(গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩–এর ফটোকপি)

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন সঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩॥

যঃ, শাস্ত্রবিধিম, উৎসৃজ্য, বর্ততে, কামকারতঃ,
ন, সঃ, সিদ্ধিম, অবাপ্নোতি, ন, সুখম্, ন, পরাম্, গতিম্ ॥ ২৩॥

এবং –

যঃ	=	যে পুরুষ	অবাপ্নোতি	=	প্রাপ্ত হয়, (এবং)
শাস্ত্রবিধিম্	=	শাস্ত্রবিধিকে	ন	=	না
উৎসৃজ্য	=	ত্যাগ করে	পরাম্	=	পরম
কামকাতরঃ	=	স্বেচ্ছাচারী হয়ে	গতিম্	=	গতি
বর্ততে	=	আচরণ করে,			(ও)
সঃ	=	সে	ন	=	না
ন	=	না	সুখম্	=	সুখকে (ই) (প্রাপ্ত হয়)
সিদ্ধিম্	=	সিদ্ধিকে			

[শাস্ত্রের অনুকুল কর্ম করবার জন্য প্রেরণা।]

(গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৪–এর ফটোকপি)

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ২৪॥

তস্মাৎ, শাস্ত্রম্, প্রমাণম্, তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ,
জ্ঞাত্বা, শাস্ত্রবিধানোক্তম্, কর্ম, কর্তুম্, ইহ, অর্হসি ॥ ২৪॥

তস্মাৎ	=	সেইজন্য	প্রমাণম্	=	প্রমাণ (মান্য করা উচিত)।
তে	=	তোমাকে	(এবম্)	=	এইরকম
ইহ	=	এই	জ্ঞাত্বা	=	জেনে (তুমি)
কার্যাকার্য–ব্যবস্থিতৌ	=	কর্তব্য এবং অকর্তব্যের ব্যবস্থাতে	শাস্ত্র বিধানোক্তম্	=	শাস্ত্রবিধি দ্বারা নিয়ত
			কর্ম	=	কর্ম
শাস্ত্রম্	=	শাস্ত্র (ই)	কর্তুম্	=	করার
			অর্হসি	=	যোগ্য হও।

[পরমাত্মসত্ত্বা থেকে ত্রিগুণময় সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি কথন।]

(গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২–এর ফটোকপি)

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২॥

যে, চ, এব, সাত্ত্বিকাঃ, ভাবাঃ, রাজসাঃ, তামসাঃ, চ, যে,
মত্তঃ, এব, ইতি, তান্, বিদ্ধি, ন, তু, অহম্, তেষু, তে, ময়ি ॥ ১২॥

তথা –

চ	=	আর	মত্তঃ	=	আমা হতে
এব	=	ও	এব	=	ই (উৎপন্ন)
যে	=	সে সকল	ইতি	=	এইরকম
সাত্ত্বিকাঃ	=	সত্ত্বগুণ হতে উৎপন্ন	বিদ্ধি	=	জানো
ভাবাঃ	=	ভাব আছে	তু	=	কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে)[১]
চ	=	এবং	তেষু	=	তাদের মধ্যে
যে	=	যে সকল	অহম্	=	আমি (আর)
রাজসাঃ	=	রজোগুণ হতে উৎপন্ন (আর)	তে	=	তারা
তামসাঃ	=	তমোগুণ হতে উৎপন্ন ভাব আছে	ময়ি	=	আমাতে
তান্	=	সে সকলকে	ন	=	নেই

বিশেষ ঃ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, রজগুণ ব্রহ্মা হতে উৎপত্তি, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু হতে স্থিতি এবং তমগুণ শিব হতে সংহার কার্য সম্পন্ন হয়। এই সবকিছু আমার জন্য। আমার আহার তৈরি হতে থাকে। গীতা জ্ঞানদাতা হলেন কাল, যিনি স্বয়ং গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৩২–এ নিজেকে কাল বলে পরিচয় দিয়েছেন। ইনি অভিশাপবশত এক লক্ষ মানবকে প্রতিদিন খান। এইজন্য বলেছেন যে, রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমগুণ শিবের মাধ্যমে যা কিছু হচ্ছে, তার কারণ আমিই। কিন্তু আমি এদের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশের) থেকে ভিন্ন জন।

[ভগবানকে তত্ত্বতঃ না জানবার কারণ কথন।]

(গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৩–এর ফটোকপি)

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩॥

ত্রিভিঃ, গুণময়ৈঃ, ভাবৈঃ, এভিঃ, সর্বম্, ইদম্, জগৎ,
মোহিতম্, ন, অভিজানাতি, মাম্, এভ্যঃ, পরম্, অব্যয়ম ॥ ১৩॥

কিন্তু —

গুণময়ৈঃ	=	গুণের কার্যরূপ (সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস)	মোহিতম্	=	মোহিত হয়ে আছে। (এইজন্য)
এভিঃ	=	এইসকল	এভ্যঃ	=	এই তিন গুণ থেকে
ত্রিভিঃ	=	তিন প্রকার	পরম্	=	পর (শ্রেষ্ঠ)
ভাবৈঃ	=	ভাব দ্বারা (১)	অব্যয়ম্	=	অবিনাশীরূপ
ইদম্	=	এই	মাম্	=	আমাকে
সর্বম	=	সকল	ন, অভিজানাতি	=	তত্ত্বতঃ জানতে পারে না।
জগৎ	=	জগৎ			

[ভগবানের দুস্তর মায়া থেকে উত্তীর্ণ হবার সহজ উপায় কথন।]

(গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৪–এর ফটোকপি)

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪॥

দৈবী, হি, এষা, গুণময়ী, মম, মায়া, দুরত্যয়া,
মাম্, এব, যে, প্রপদ্যন্তে, মায়াম্, এতাম্, তরন্তি, তে ॥ ১৪॥

হি	=	কেননা	এব	=	ই
এষা	=	এই	প্রপদ্যন্তে	=	নিরন্তর ভজনা করে
দৈবী	=	অলৌকিক অর্থাৎ অতি অদ্ভুত	তে	=	তারা
			এতাম্	=	এই
গুণময়ী	=	ত্রিগুণময়ী	মায়াম্	=	মায়াকে লঙ্ঘন করে
মম	=	আমার	তরন্তি	=	অর্থাৎ সংসার থেকে উত্তীর্ণ হয়।
মায়া	=	যোগমায়া			
দুরত্যয়া	=	বড়ই দুস্তর; (কিন্তু)			
যে	=	যে পুরুষেরা			
মাম্	=	আমাকে			

[পাপ কর্মকারী মূঢ়জনের ভগবদ্ ভজনে প্রবৃত্তি হওয়ার কথন।]

(গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৫–এর ফটোকপি)

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫॥

ন মাম্, দুষ্কৃতিনঃ, মূঢ়াঃ, প্রপদ্যন্তে, নরাধমাঃ।
মায়য়া, অপহৃতজ্ঞানাঃ, আসুরম্, ভাবম্, আশ্রিতাঃ ॥ ১৫॥

এইরকম সুগম উপায় থাকা সত্ত্বেও –

মায়য়া	=	মায়া দ্বারা	দুষ্কৃতিনঃ	=	দুষ্কৃতি,
অপহৃতজ্ঞানাঃ	=	যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এরূপ (এবং)	নরাধমাঃ	=	নরাধম,
			মূঢ়াঃ	=	মূঢ়গণ (তো)
আসুরম্	=	আসুর	মাম্	=	আমাকে
ভাবম্	=	স্বভাবকে	ন, প্রপদ্যন্তে	=	ভজনা করে না।
আশ্রিতাঃ	=	যারা আশ্রয় করেছে এরূপ			

বিশেষ ঃ এই ১৫ নং শ্লোকে স্পষ্ট বলা হয়েছে, যে–সাধকদের আস্থা (ভক্তি) রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমগুণ শিবের প্রতি অতি দৃঢ় এবং যাদের জ্ঞান লোকবেদের(লোকমুখে প্রচলিত গল্পকথা) উপরে আধারিত হওয়ায়, এই ত্রিগুণময়ী মায়ার দ্বারা হরণ করা হয়েছে, তারা ওই তিন প্রধান দেবতা ও অন্য দেবতাদের ভক্তিতে দৃঢ় আছে। এদের উপরে আমাকে (গীতা জ্ঞান দাতাকে) পূজো করে না। এই রকম ব্যক্তিরা রাক্ষস স্বভাবযুক্ত মানুষের মধ্যে নীচ(নরাধমাঃ) দুষিত কর্মরত মূর্খ হয়। এরা আমাকেও (গীতা জ্ঞানদাতা কালব্রহ্মকে) ভজনা অর্থাৎ পূজো করে না।

[অন্য দেবতাদের ভজনের হেতু বর্ণনা]

(গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২০–এর ফটোকপি)

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০॥

কামৈঃ, তৈঃ, তৈঃ, হৃদজ্ঞানাঃ, প্রপদ্যন্তে, অন্যদেবতাঃ,
তম্, তম্, নিয়মম্, আস্থায়, প্রকৃত্যা, নিয়তাঃ, স্বয়া ॥ ২০॥

স্বয়া	=	নিজ	তম্	=	সেই
প্রকৃত্যা	=	স্বভাব দ্বারা	তম্	=	সেই
নিয়তাঃ	=	প্রেরিত হয়ে (এবং)	নিয়মম্	=	নিয়মকে
তৈঃ তৈঃ	=	সেই সেই	আস্থায়	=	ধারণা করে (২)
কামৈঃ	=	ভোগের কামনা দ্বারা	অন্যদেবতাঃ	=	অন্য দেবতাগণকে
হৃতজ্ঞানাঃ	=	জ্ঞান ভ্রষ্ট হয়ে	প্রপদ্যন্তে	=	ভজনা করে অর্থাৎ তাদের পূজো করে।

[অন্য দেবতাগণে শ্রদ্ধা স্থির করা সম্বন্ধে কথন।]

(গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২১–এর ফটোকপি)

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তদ্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১॥

যঃ, যঃ, যাম্, যাম্, তনুম্, ভক্তঃ, শ্রদ্ধয়া, অর্চিতুম্, ইচ্ছতি,
তস্য, তস্য, অচলাম্, শ্রদ্ধাম্, তাম্, এব, বিদধামি, অহম্ ॥ ২১॥

যঃ	=	যে	ইচ্ছতি	=	ইচ্ছা করে
যঃ	=	যে	তস্য	=	সেই
ভক্তঃ	=	সকাম ভক্ত	তস্য	=	সেই ভক্তের
যাম্	=	যে	শ্রদ্ধাম্	=	শ্রদ্ধাকে
যাম্	=	যে	তাম্, এব	=	সেই দেবতার প্রতি
তনুম্	=	দেবতার স্বরূপকে	অহম্	=	আমি
শ্রদ্ধয়া	=	শ্রদ্ধাপূর্বক	অচলাম্	=	স্থির
অর্চিতুম্	=	পূজো করতে	বিদধামি	=	করে দিই।

[অন্য দেবতাদের উপাসনার ফল।]

(গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২২–এর ফটোকপি)

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২॥

সঃ, তয়া, শ্রদ্ধয়া, যুক্তঃ, তস্য, আরাধনম্, ঈহতে,
লভতে, চ, ততঃ, কামান্, ময়া, এব, বিহিতান্, হি, তান ॥ ২২॥

তথা –

সঃ	=	সেই পুরুষ	ততঃ	=	সেই দেবতা থেকে
তয়া	=	সেই	ময়া	=	আমার দ্বারা
শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ	=	শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে	এব	=	ই
তস্য	=	সেই দেবতার	বিহিতান্	=	বিহিত
আরাধনম্	=	পূজো করতে	তান্	=	সেই
ঈহতে	=	চেষ্টা করে	কামান্	=	ইষ্ট ভোগসকল
চ	=	এবং	হি	=	নিঃসন্দেহরূপে
			লভতে	=	লাভ করে

[অন্য দেবতাদের উপাসনার ফলের নিন্দা ও ভগবদ্‌ভক্তির মহিমা।]

(গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৩–এর ফটোকপি)

অন্তবৎ তু ফলম্ তেষাম্ তৎ ভবতি অল্পমেধসাম
দেবান্ দেবযজঃ যান্তি মদ্ভক্তাঃ যান্তি মাম্ অপি ॥ ২৩॥

তু, তেষাম্, ফলম্, অন্তবৎ, ভবতি, দেবযজঃ, দেবান
অল্পমেধসাম্, তৎ, যান্তি, মদ্ভক্তাঃ, মাম্, অপি, যান্তি ॥ ২৩॥

তু	=	কিন্তু	দেবান্	=	দেবতাদের
তেষাম্	=	সেই	যান্তি	=	প্রাপ্ত হন (এবং)
অল্পমেধসাম্	=	অল্পবুদ্ধিমান্‌দের	মদ্ভক্তাঃ	=	আমার ভক্তগণ (যেভাবেই ভজন করুন না কেন শেষে তারা)
তৎ	=	সেই	মাম্	=	আমাকে
ফলম্	=	ফল	অপি	=	ই
অন্তবৎ	=	বিনাশী	যান্তি	=	লাভ করে থাকেন।
ভবতি	=	হয়, (তথা)			
দেবযজঃ	=	দেবতার পূজোকারী (সেই) ব্যক্তিগণ			

(গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোক ২৫–এর ফটোকপি)

যান্তি, দেবব্রতাঃ, দেবান্, পিতৃন্, যান্তি, পিতৃব্রতাঃ,
ভূতানি, যান্তি, ভূতেজ্যাঃ, যান্তি, মদ্‌যাজিনঃ, অপি, মাম্ ॥ ২৫॥

দেবব্রতাঃ, দেবান্, যান্তি, পিতৃব্রতাঃ, পিতৃন, যান্তি, ভূতেজ্যাঃ
ভূতানি, যান্তি, মদ্‌যাজিনঃ, মাম্, অপি, যান্তি ॥ ২৫॥

কারণ এটিই নিয়ম যে —

দেবব্রতাঃ	=	দেবতাদের পূজকগণ	ভূতানি	=	ভূতদের
দেবান্	=	দেবতাদের	যান্তি	=	প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, (আর)
যান্তি	=	প্রাপ্ত হন,			
পিতৃব্রতাঃ	=	পিতৃগণের পূজকগণ	মদ্‌যাজিনঃ	=	আমার ভক্তরা
পিতৃন	=	পিতৃগণকে	মাম্	=	আমাকে
যান্তি	=	প্রাপ্ত হন,	অপি	=	ই
ভূতেজ্যাঃ	=	ভূতগণের পূজকগণ	যান্তি	=	প্রাপ্ত হন।

বিশেষ তথ্য ঃ

প্রশ্ন ঃ- এবার হিন্দু ভাইয়েরা বলবেন যে পুরাণে শ্রাদ্ধ ও কর্মকাণ্ড করতে বলা হয়েছে। তীর্থে যাওয়াকে পুণ্য বলা হয়েছে। ঋষি–মুনিরা তপস্যা করেছিলেন। তাদেরকেও কি আমরা ভুল বলে মানব? শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী শিবও তপস্যা করেছেন, তাহলে এনারাও কি ভুল করে আসছেন?

উত্তর ঃ- উপরে প্রদত্ত শ্রীমদ্ভগবদ গীতা থেকে স্পষ্ট করে দিয়েছি যে, যারা ঘোর কঠোর তপস্যা করে, তারা মূর্খ, পাপাচারী, ক্রুরকর্মা। তাতে তিনি ব্রহ্মা হোন, বিষ্ণু হোন বা শিব হোন অথবা কোনো ঋষি হোন। তাদের কারোরই বেদের ক–খ জ্ঞানও ছিল না। তাহলে অন্যদের জ্ঞান হবে কিভাবে। গীতাতে কোথাও তীর্থযাত্রার বিষয়ে লেখা নেই। এজন্য তীর্থ ভ্রমণ করা ভুল। শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে মনমর্জী আচরণ এটি, যাকে গীতাতে ব্যর্থ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ- পুরাণ কি তাহলে শাস্ত্র নয়?

উত্তর ঃ- পুরাণের জ্ঞান ঋষিদের নিজেদের অনুভব। বেদ ও গীতা প্রভূ প্রদত্ত (God Given) জ্ঞান যা পূর্ণ সত্য। ঋষিরাও বেদসমূহ পড়েছেন, কিন্তু সঠিক ভাবে বোঝেননি। যার কারণে লোকবেদের (একে অপরের থেকে শোনা জ্ঞান) অনুসারে সাধনা করেছেন। কিছু জ্ঞান বেদ থেকে নিয়েছেন অর্থাৎ ওম্ (ওঁ) নামের জপ যজুর্বেদ অধ্যায় 40 শ্লোক 15 থেকে নিয়েছেন। তপস্যা করার জ্ঞান ব্রহ্মার থেকে নেওয়া। এই খিচুড়ি জ্ঞান অনুসারে সাধনা করে, সিদ্ধি প্রাপ্তি করে কাউকে অভিশাপ, কাউকে আশীর্বাদ দিয়ে সিদ্ধি সমাপ্ত করে, জীবন নষ্ট করে গেছেন। গীতাতে বলা হয়েছে, যারা মনমর্জী আচরণ অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে সাধনা করে, তাদের কোনো প্রকার লাভ হয় না। যারা ঘোর কঠোর তপস্যা করে তারা রাক্ষস স্বভাবের হয়।

প্রমাণের জন্য ঃ- একসময় পাণ্ডবরা বনবাসে ছিলেন। তখন দুর্যোধনের কথায় দুর্বাসা ঋষি আটাশি হাজার ঋষিদের সাথে নিয়ে পাণ্ডবদের ওখানে যায়। মনের মধ্যে এই দোষ নিয়ে যায় যে, পাণ্ডবরা আমার ইচ্ছা অনুসারে ভোজন করাতে পারবে না। তখন আমি তাদের অভিশাপ দিয়ে দেব, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

বিচার করুন ঃ- দুর্বাসা মহান তপস্বী ছিলেন। সেই ঘোর তপস্যাকারী পাপাচারী, নিষ্ঠুর কি ভয়ঙ্কর অপরাধ করার নির্ণয় নেন। দুঃখীদের আরো দুঃখী করার উদ্দেশ্য নিয়ে যান। তাহলে এটা কি রাক্ষস প্রবৃত্তির কর্ম ছিল না? ইনি কি নিষ্ঠুর, নরাধম ছিলেন না?

এই দুর্বাসা ঋষিই বাচ্চাদের মজা করার কারণে ক্রোধবশত যাদবদেরকে অভিশাপ দিয়ে দেয়। অপরাধ তো কেবল ৩/৪ জন বাচ্ছা (শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুমন ইত্যাদি) করেছিল, আর অভিশাপ দিয়ে দেয় সম্পূর্ণ যাদব কুলকে। দুর্বাসার অভিশাপে ৫৬ কোটি (ছাপান্ন কোটি) যাদবরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মারা যায়। তাহলে কি এটা দুর্বাসার রাক্ষস প্রবৃত্তির কর্ম ছিল না?

পুরাণের রচয়িতা ঋষিদের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের বিষয়ে শুনুন ঃ-

উত্তর ঃ- বশিষ্ঠ ঋষি একবার এক রাজাকে রাক্ষস হওয়ার অভিশাপ দিয়ে দেয়। সে রাক্ষস হয়ে মহাদুঃখী হয়ে যায়। বশিষ্ঠ ঋষি অন্য এক রাজাকে মরার অভিশাপ দেয়, কেননা সেই রাজা বশিষ্ঠ ঋষিকে দিয়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করিয়ে অন্য জনকে দিয়ে করিয়েছিল। ওই রাজাও বশিষ্ঠ ঋষিকে মৃত্যুর অভিশাপ দিয়ে দেয়। ফলস্বরূপ দুজনেরই মৃত্যু হয়ে যায়। পুরাণের কথা অনুসারে বশিষ্ঠ ঋষির পুনরায় জন্ম এইভাবে হয় ঃ– দুজন ঋষি জঙ্গলে তপস্যা করছিল। এক অতি সুন্দরী অপ্সরা স্বর্গ থেকে আসে। তাকে দেখামাত্রই দুজন ঋষিরই বীর্যপাত হয়ে যায়। দুজনে একে একে গিয়ে কুটিরের মধ্যে রাখা খালি ঘড়াতে বীর্য ছেড়ে আসে। তাদের একটির মধ্যে থেকে ঋষি বশিষ্ঠের আত্মার পুনর্জন্ম হয়। তার নামও বশিষ্ট রাখা হয়। অপর জনের নাম কুম্ভক ঋষি রাখা হয়।

বিশ্বামিত্র ঋষির কর্ম ঃ- রাজ্য ত্যাগ করে জঙ্গলে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে ঘোর তপস্যা করেন। অনেক সিদ্ধি প্রাপ্তি করেন। বশিষ্ঠ ঋষি ওনাকে রাজ–ঋষি বলেছিলেন, আর তাতেই ক্রুদ্ধ হয়ে লাঠি আর পাথর দিয়ে বশিষ্ঠের একশো জন পুত্রকে মেরে ফেলেন। তারপর বশিষ্ট ঋষি যখন ওনাকে ব্রহ্ম-ঋষি বলে সম্মোধিত করেন, তখন উনি খুশি হন, কারণ বিশ্বামিত্র ঋষিকে কেউ রাজ–ঋষি বলে ডাকলে উনি নিজেকে অপমানিত মনে করতেন। ব্রহ্ম–ঋষি বলাতে চাইতেন।

বিচার করুন ! এটা কি রাক্ষস প্রবৃত্তির কর্ম নয়? এমন এমন ঋষিগণের রচনাসমূহ হল আঠারো পুরাণ। এক সময় বিশ্বামিত্র ঋষি জঙ্গলে নিজের কুঠিরে বসে ছিলেন। সেই সময় স্বর্গ থেকে মেনকা নামে এক উর্বশী এসে কুঠিরের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বিশ্বামিত্র ওনার প্রতি আসক্ত হয়ে যান। স্বামী–স্ত্রী রূপে ব্যবহার করেন এবং এক কন্যা সন্তান জন্মায়, যার নাম রাখা হয় শকুন্তলা। কন্যা যখন ছয় মাসের হয়, তখন উর্বশী স্বর্গে চলে যায়। আর বলে আমার কাজ তো হয়ে গেছে, তোর ক্ষমতা দেখার জন্য ইন্দ্র আমাকে পাঠিয়েছিল, তা দেখে নিয়েছি। কথিত আছে যে, বিশ্বামিত্র ওই কন্যা সন্তানকে কন্ব নামক এক ঋষির কুঠিরের সামনে ফেলে রেখে গভীর জঙ্গলে পুনরায় তপস্যা করতে চলে যায়। পালন–পোষণ করে সেই ঋষি কন্যাকে বড়ো করে এবং পরে রাজা দুষ্মন্তের সাথে বিবাহ হয়।

বিচার করুন ঃ- প্রথমে তো ওই গভীর জঙ্গল থেকে কঠিন তপস্যা করে এসেছিলেন। আসতেই বশিষ্ঠ ঋষির পুত্রদেরকে মেরে ফেলেন। উর্বশীকে দেখে ভ্রমিত হয়ে যায়। সব কিছু নাশ করে পুনরায় ঢেলা মাটি জড়ো করতে চলে যায়। তারপরেও কি সে গীতা পড়ে গিয়েছিল, সেই একই লোকবেদ অনুসারে শাস্ত্রবিধি বিহীন মনমর্জী আচরণ করে।

এক ছিলেন অগস্ত্য ঋষি। তিনি তপস্যা করে অনেক সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এক ঢোকে সাত সমুদ্রের জল পান করে নেন। তারপর আবার সেই জলে সমুদ্র ভরে দেন এবং নিজের মহিমা প্রতিষ্ঠা করেন। এটাই কি মুক্তি?

এই ধরনের ঋষিদের নিজস্ব বিচারধারাই হল পুরাণ। পুরাণের মধ্যে থাকা যে সমস্ত জ্ঞান বেদ এবং গীতার সাথে মেলে না, তা হল লোকবেদ। এই লোকবেদ ত্যাগ করা উচিত।

বর্তমানে হিন্দু ধর্মের প্রচারকরা, মনীষীরা, আচার্যরা পুরাণের মধ্যে থাকা লোকবেদের (জনশ্রুতি) জ্ঞানকে প্রচার করছেন। যাকে গীতাতে সুস্পষ্টভাবে মনমর্জী আচরণ এবং ব্যর্থ সাধনা বলা হয়েছে।

"গীতা জ্ঞান প্রদানকারী স্বয়ং নিজের থেকে ভিন্ন, অন্য পরমেশ্বরের শরনে যাওয়ার জন্য বলেছেন"

বর্তমানের হিন্দু ধর্মের গীতা মনীষীদের এবং শঙ্করাচার্যদের এটা পর্যন্ত জানা নেই যে, গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে গীতা জ্ঞানদাতা নিজের থেকে অন্য কোনো পরমেশ্বরের শরণে যাওয়ার জন্য বলেছেন। এনারা বলেন যে, শ্রী বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ গীতা জ্ঞানদাতা ছাড়া অন্য কোনো ভগবানই নেই।

বাস্তব অবস্থা কিছুটা এই প্রকার ঃ

"হিন্দু ভাইয়েরা বোঝেন নাই গীতার জ্ঞান"

গীতার জ্ঞান বলা ভগবান গীতা অধ্যায় ৭ এর শ্লোক ২৯ এ অর্জুনকে বলেছিলেন যে, "যে সাধক জরা(বৃদ্ধাবস্থা) এবং মরণ(মৃত্যু) থেকে মুক্তি(মোক্ষ) চায়, সে তত ব্রহ্ম সম্পর্কে, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা এবং সকল প্রকার কর্ম সম্পর্কে পরিচিত।"

অর্জুন গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১–এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন যে, গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৯ এ যে তত্ ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে, তিনি কে? তার উত্তরে গীতা জ্ঞান দাতা প্রভু গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩–এ বলেছেন যে, তিনি হলেন "পরম অক্ষর ব্রহ্ম"।

তারপর গীতা জ্ঞানদাতা গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৫, ৭ এ অর্জুনকে নিজের ভক্তি করতে বলেছেন এবং সেই একই অধ্যায় ৮ এর ৮, ৯, ১০ নং শ্লোকে নিজের থেকে অন্য পরম অক্ষর ব্রহ্মের অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্মের ভক্তি করতে বলেছেন। এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যে আমার ভক্তি করে, সে আমাকে প্রাপ্ত করে। যে তত্ ব্রহ্মের অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মের ভক্তি করে, সে তাঁকে প্রাপ্ত করে। তারপর নিজের ভক্তির মন্ত্র "ঔম" (ॐ) এবং তা কেবল এক অক্ষর বিশিষ্ট সেটাও বলেছেন এবং তত্ ব্রহ্মের (পরম অক্ষর ব্রহ্ম/দিব্য পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্মের) ভক্তির তিন নাম "ঔম্ (ॐ) তত্ সত্" বলেছেন।

গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে গীতা জ্ঞানদাতা, সেই পরম অক্ষর ব্রহ্মের শরণে গেলে পরম শান্তিকে এবং (শাশ্বতম্ স্থানম্)সনাতন পরম ধামকে (যাকে সন্ত গরীব দাস সত্যলোক/অমরলোক বলেছেন) প্রাপ্ত করা সম্ভব হবে বলেছেন। উপরোক্ত জ্ঞান সন্ত রামপালজী মহারাজের দ্বারা বলা হয়েছে এবং সৎসঙ্গের মাধ্যমে ভিডিওতে গীতা শাস্ত্রের মধ্যে দেখানো হয়েছে। আমাদের অর্থাৎ হিন্দুদের তিনি গীতার সার বুঝিয়েছেন, যা আমাদের হিন্দু ধর্মের অন্য কোনো প্রচারক, গুরুগণ বা মনীষীগণ বুঝতে পারেননি। এই দাস(লেখক) বুঝতে পেরেছে।

[ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম এবং কর্ম জানবার জন্য ভগবৎ শরণের প্রধানতা।]

(গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৯–এর ফটোকপি)

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯॥

জরামরণমোক্ষায়, মাম্, আশ্রিত্য, যতন্তি, যে, তে,
ব্রহ্ম, তৎ, বিদুঃ, কৃৎস্নম্, অধ্যাত্মম্, কর্ম, চ, অখিলম্ ॥ ২৯॥

এবং

যে	=	যারা	ব্রহ্ম	=	ব্রহ্মকে
মাম্	=	আমাকে	চ	=	তথা
আশ্রিত্য	=	আশ্রয় করে	কৃৎস্নম্	=	সম্পূর্ণ
জরামরণ মোক্ষায়	=	জরা এবং মরণকে ছাড়াবার জন্য	অধ্যাত্মম	=	অধ্যাত্মকে, (আর)
			অখিলম্	=	সমুদয়
যতন্তি	=	যত্ন করে	কর্ম	=	কর্মকে
তে	=	তারা	বিদুঃ	=	জানে।
তৎ	=	সেই			

[ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম এবং কর্মাদি বিষয়ে অর্জুনের সাতটি প্রশ্ন।]

(গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১–এর ফটোকপি)

কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১॥

কিম্, তৎ, ব্রহ্ম, কিম্, অধ্যাত্মম্, কিম্, কর্ম, পুরুষোত্তম,
অধিভূতম্, চ, কিম, প্রোক্তম্, অধিদৈবম, কিম্, উচ্যতে ॥ ১॥

এই প্রকার ভগবানের কথা বুঝতে না পারায় অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন –

পুরুষোত্তম	=	হে পুরুষোত্তম!	চ	=	ও
তৎ	=	(যা আপনি বর্ণনা করলেন) সেই	অধিভূতম্	=	অধিভূত (নামে)
ব্রহ্ম	=	ব্রহ্ম	কিম্	=	কি (কাকে)
কিম্	=	কি বস্তু (এবং)	প্রোক্তম্	=	বলা হয়েছে (তথা)
অধ্যাত্মম্	=	অধ্যাত্ম	অধিদৈবম্	=	অধিদৈব (নামে)
কিম	=	কি বস্তু (আর)	কিম্	=	কি
কর্ম	=	কর্ম	উচ্যতে	=	কথিত হয়েছে?
কিম্	=	কি			

[ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম এবং কর্মের বিষয়ে অর্জুনের তিনটি প্রশ্নের উত্তর।]

(গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩–এর ফটোকপি)

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্, উচ্যতে,
ভূতভাবোদ্ভবকরঃ, বিসর্গঃ, কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩॥

অক্ষরম্, ব্রহ্ম, পরমম্, স্বভাবঃ, অধ্যাত্মম্, উচ্যতে,
ভূতভাবোদ্ভবকরঃ, বিসর্গঃ, কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩॥

এই প্রকার অর্জুন প্রশ্ন করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন –

পরমম্	= পরম	উচ্যতে	= কথিত হয়েছে (আর)
অক্ষরম্	= অক্ষর অর্থাৎ যার কখনও নাশ নেই – এইরূপ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা তো	ভূতভাবোদ্ভব	= ভূতগণের ভাবের
		করঃ	= উৎপন্নকারী
		বিসর্গঃ	= শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান এবং হোমাদির জন্য যে দ্রব্যাদির ত্যাগ তা
ব্রহ্ম	= ব্রহ্ম (এবং)		
স্বভাবঃ	= নিজের স্বরূপ অর্থাৎ জীবাত্মা	কর্মসংজ্ঞিতঃ	= কর্ম নামে কথিত হয়েছে
অধ্যাত্মম	= অধ্যাত্ম (নামে)		

(গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৫–এর ফটোকপি)

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি সঃ মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫॥

অন্তকালে, চ, মাম্, এব, স্মরন্, মুক্ত্বা, কলেবরম্,
যঃ, প্রয়াতি, সঃ, মদ্ভাবম্, যাতি, ন, অস্তি, অত্র, সংশয়ঃ ॥ ৫॥

চ	= এবং	মুক্ত্বা	= ত্যাগ করে
যঃ	= যে পুরুষ	প্রয়াতি	= যায়
অন্তকালে	= মৃত্যুকালে	সঃ	= সে
মাম্	= আমাকে	মদ্ভাবম্	= আমার (সাক্ষাৎ) স্বরূপকে
এব	= ই	যাতি	= প্রাপ্ত হয়
স্মরন্	= স্মরণ করে	অত্র	= এতে (কোনই)
কলেবরম্	= শরীর	সংশয়ঃ	= সংশয়
		ন অস্তি	= নেই।

[নিরন্তর ভগবচ্চিন্তা করতে করতে যুদ্ধ করবার জন্য আজ্ঞা এবং তার ফল।]

(গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৭–এর ফটোকপি)

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৭॥

তস্মাৎ, সর্বেষু, কালেষু, মাম্, অনুস্মর, যুধ্য, চ,
ময়ি, অর্পিতমনেবুদ্ধিঃ, মাম্, এব, এষ্যসি, অসংশয়ম্ ॥ ৭॥

তস্মাৎ	=	সেইজন্য (হে অর্জুন! তুমি)			(এইরকম)
			ময়ি	=	আমাতে
সর্বেষু	=	সকল	অর্পিত	=	মন ও বুদ্ধিঃ অর্পণ করে
কালেষু	=	কালে (সময়)	মনোবুদ্ধিঃ		
মাম্	=	আমাকে	অসংশয়ম্	=	নিঃসন্দেহে (তুমি)
অনুস্মর	=	স্মরণ কর	মাম্	=	আমাকে
চ	=	এবং	এব	=	ই
যুধ্য	=	যুদ্ধও কর	এষ্যসি	=	লাভ করবে।

[নিরন্তর চিন্তা দ্বারা পরম দিব্যপুরুষের প্রাপ্তি।]

(গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৮–এর ফটোকপি)

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা`
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন, চেতসা, নান্যগামিনা,
পরমম্, পুরুষম্, দিব্যম, যাতি, পার্থ, অনুচিন্তয়ন ॥ ৮॥

এবং

পার্থ	=	হে পার্থ! (এটাই নিয়ম, যে) (মানুষ)	অনুচিন্তয়ন্	=	নিরন্তর চিন্তা করতে করতে
			পরমম্	=	পরম (প্রকাশ স্বরূপ)
অভ্যাসযোগযুক্তেন	=	পরমেশ্বরের ধ্যানের অভ্যাসরূপ যোগযুক্ত	দিব্যম্	=	দিব্য
			পুরুষম্	=	পুরুষকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকেই
নান্যগামিনা	=	অনন্যগামী			
চেতসা	=	চিত্ত দ্বারা	যাতি	=	প্রাপ্ত হয়।

[পরম দিব্য পুরুষের স্বরূপ বর্ণন এবং তাঁকে চিন্তা করবার বিধি।]

(গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৯–এর ফটোকপি)

কবিং পুরাণমনুশাসিতার–মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ–মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯॥

কবিম্, পুরাণম্, অনুশাসিতারম, অণোঃ, অণীয়াংসম, অনুস্মরেৎ, যঃ,
সর্বস্য, ধাতারম্, অচিন্ত্যরূপম, আদিত্যবর্ণম, তমসঃ, পরস্তাৎ ॥ ৯॥

এইজন্য –

যঃ = যে পুরুষ
কবিম্ = সর্বজ্ঞ
পুরাণম্ = অনাদি
অনুশাসিতারম = সকলের নিয়ন্তা [১]
অণোঃ, অণীয়াংসম্ = সূক্ষ্ম থেকেও অতি সূক্ষ্ম
সর্বস্য = সকলের
ধাতারম্ = ধারণপোষণকারী
অচিন্ত্যরূপম = অচিন্ত্যস্বরূপ
আদিত্যবর্ণম্ = সূর্যের মত নিত্যচেতন প্রকাশরূপ
তমসঃ = অবিদ্যার
পরস্তাৎ = অতীত সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে
অনুস্মরেৎ = স্মরণ করে

(গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১০–এর ফটোকপি)

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০॥

প্রয়াণকালে, মনসা, অচলেন, ভক্ত্যা, যুক্তঃ, যোগবলেন, চ, এব,
ভ্রুবোঃ, মধ্যে, প্রাণম্, আবেশ্য, সম্যক, সঃ, তম্, পরম, পুরুষম্, উপৈতি, দিব্যম্ ॥ ১০॥

স = সেই
ভক্ত্যা যুক্তঃ = ভক্তিযুক্ত পুরুষ
প্রয়াণকালে = মৃত্যুকালে (ও)
যোগবলেন = যোগবল দ্বারা
ভ্রুবোঃ = ভ্রূযুগলের
মধ্যে = মধ্যে
প্রাণম্ = প্রাণকে
সম্যক্ = উত্তমরূপে
আবেশ্য = স্থাপন করে,
চ = তারপর
অচলেন = নিশ্চল
মনসা = মন দ্বারা
(স্মরন্) = স্মরণ করে
তম্ = সেই
দিব্যম্ = দিব্যস্বরূপ
পরম্ = পরম পুরুষ
পুরুষম্ = পরমাত্মাকে
এব = ই
উপৈতি = প্রাপ্ত হয়।

এর থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, "হিন্দুরা বোঝেন নি গীতার জ্ঞান"। [আর এর থেকেই বুঝুন সন্ত রামপাল দাস একজন বিদ্বান।]

◆ **বিশেষঃ**- হিন্দু ভাইয়েরা! পায়রা নিজের চোখ বন্ধ করে নিলেই বিড়াল থেকে তার বিপদ কেটে যায় না। এটা শুধুমাত্র তার বিভ্রম।

প্রকৃত সত্যকে স্বচক্ষে দেখুন। স্বীকার করুন। আপনারা শিক্ষিত। একবিংশ শতাব্দীর সভ্য এবং শিক্ষিত মানুষ। আজ আর সেই দুশো বছরের পুরানো ভারত নেই। যে সময় আমাদের পূর্বপুরুষেরা অশিক্ষিত এবং পূর্ণ নির্মল আত্মার ছিলেন। আমাদের অজ্ঞানী ধর্ম প্রচারকগণ /মণ্ডলেশ্বরগণ / মনীষিগণ / আচার্যগণ/ শঙ্করাচার্যগণকে পূর্ণ বিদ্বান/গীতা মনীষী মনে করে এনাদের মিথ্যা বিধি-বিধানের উপর অন্ধ বিশ্বাস (Blind Faith) করে আর এনাদের কথা অনুসারে শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে মনমর্জী আচরণ যুক্ত ভক্তি করে অমূল্য মানব জীবন নষ্ট করে চলে গেছেন, আর আমরা চোখ বন্ধ করে আমাদের পূর্বপুরুষদের পরম্পরা মেনে চলা শুরু করে দিয়েছি। সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজকে এই তত্ত্বজ্ঞানহীন ভণ্ড সাধুরা ভ্রমিত করে রেখেছে। এবার তো চোখ খুলুন। আপনারা পুনরায় গীতা পড়ুন। আপনারা জানতে পারবেন যে গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩-২৪ এ বলা হয়েছে যে হে অর্জুন! যারা শাস্ত্রবিধিকে ত্যাগ করে মনমর্জী আচরণ (ভক্তি) করে, তার না তো সুখ প্রাপ্তি হয়, না তো সিদ্ধি (সত্য শাস্ত্রানুকূল সাধনা থেকে প্রাপ্ত কার্যসিদ্ধি) প্রাপ্তি হয়, আর না তার গতি(মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়।

❖ বিচার করুন হিন্দু ভাইয়েরা! ভক্তি তো এই তিনটি জিনিসের জন্যই করা হয়। ১. জীবনে সুখ মিলবে। ২. কার্য সিদ্ধ হবে, কোনো সংকট আসবে না। ৩. মোক্ষ প্রাপ্তি হবে। শাস্ত্রে বলা না থাকা সাধনা করলে এই তিনটি পাওয়া যাবে না। এইজন্য গীতায় যা করতে বারণ করা আছে, তা করা উচিত নয়। গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৪ এ এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া আছে। বলা হয়েছে যেঃ-

গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৪ঃ- এইকারণে তোর জন্য অর্জুন! এই কর্তব্য (যেসব সাধনা করার যোগ্য) আর অকর্তব্য (যেসব সাধনা করার যোগ্য নয়) এই ব্যাপারে শাস্ত্রই প্রমাণ।

হিন্দু ধর্মগুরু ও প্রচারক, আচার্য, শঙ্করাচার্য এবং গীতার মনীষীরা গীতা জ্ঞান প্রদানকারীকে (যাকে এরা শ্রী বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ বলে) অবিনাশী বলে। বলে যে এনার জন্ম মৃত্যু হয় না। এনার কোনো মাতা পিতা নেই, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আপনারা স্বয়ং দেখুন গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২, গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫, গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২ তে গীতা জ্ঞান প্রদানকারী (এদের মত অনুসারে শ্রীবিষ্ণু ওরফে শ্রীকৃষ্ণ) বলছেন যে, "হে অর্জুন! তোর আর আমার অনেক জন্ম হয়ে গেছে, যা তুই জানিস না, কিন্তু আমি জানি। (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫)

❖ হে অর্জুন! এমন নয় যে এর আগে তুই আমি আর এসব রাজারা বা সৈনিকরা ছিল না। অর্থাৎ আমি (গীতা জ্ঞান দাতা) , তুই (অর্জুন) এবং এই সমস্ত সৈনিকরা প্রত্যেকেই আগেও জন্ম নিয়েছিলাম, পরেও জন্ম নেব। (গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২)

❖ আমার উৎপত্তিকে না তো ঋষিগণ জানে, না সিদ্ধগণ আর নাইবা দেবতাগণ জানেন, কেননা আমিই হলাম এই সকলের আদি কারণ (উৎপত্তিকর্তা) (গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২)

❖ হিন্দু ভাইয়েরা! দয়া করে গীতাপ্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত এবং শ্রী জয়দয়াল গোয়েন্দকা দ্বারা অনুবাদিত 'শ্রীমদ্ভগবতগীতা পদচ্ছেদ অন্বয়' এর উক্ত শ্লোকগুলি অর্থাৎ অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৪, গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫ , গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২, গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২ এর ফটোকপি পড়ুনঃ-

[শাস্ত্রের অনুকূল কর্ম করবার জন্য প্রেরণা।]

(গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৪–এর ফটোকপি)

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ২৪॥

তস্মাৎ, শাস্ত্রম্, প্রমাণম্, তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ,
জ্ঞাত্বা, শাস্ত্রবিধানোক্তম্, কর্ম, কর্তুম্, ইহ, অর্হসি ॥ ২৪॥

তস্মাৎ	=	সেইজন্য
তে	=	তোমাকে
ইহ	=	এই
কার্যাকার্য-ব্যবস্থিতৌ	=	কর্তব্য এবং অকর্তব্যের ব্যবস্থাতে
শাস্ত্রম্	=	শাস্ত্র (ই)
প্রমাণম্	=	প্রমাণ (মান্য করা উচিত)।
(এবম্)	=	এইরকম
জ্ঞাত্বা	=	জেনে (তুমি)
শাস্ত্র বিধানোক্তম্	=	শাস্ত্রবিধি দ্বারা নিয়ত
কর্ম	=	কর্ম
কর্তুম্	=	করার
অর্হসি	=	যোগ্য হও।

[আত্মার নিত্যত্ব নিরূপণ।]

(গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২–এর ফটোকপি)

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্ ॥ ১২॥

ন, তু, এব, অহম, জাতু, ন, আসম্, ন, ত্বং, ন, ইমে, জনাধিপাঃ,
ন, চ, এব, ন, ভবিষ্যামঃ, সর্বে, বয়ম্, অতঃ, পরম্ ॥ ১২॥

কেননা আত্মা নিত্য এই জন্য শোক করা অনুচিত। বাস্তবিক পক্ষে –

ন	=	না
তু	=	তো
(এবম্)	=	এইরূপ
এব	=	ই (হয়) (যে)
অহম্	=	আমি
জাতু	=	কোনও কালে
ন (আসন্)	=	ছিলেন না।
ত্বম্	=	তুমি
ন (আসীঃ)	=	ছিলে না (অথবা)
ইমে	=	এই
জনাধিপাঃ	=	রাজারা
ন, আসম্	=	ছিলাম না (অথবা)
চ	=	আর
ন (এবম্)	=	এও নয়
এব	=	যে
অতঃ	=	এর
পরম্	=	পরে
বয়ম্	=	আমরা
সর্বে	=	সকলে
ন ভবিষ্যামঃ	=	থাকব না।

[শ্রীভগবানের দ্বারা নিজের ও অর্জুনের বহু জন্ম অতীত হয়ে যাওয়ার কথার বর্ণনা।]

(গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫–এর ফটোকপি)

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫॥

বহূনি, মে, ব্যতীতানি, জন্মানি, ত, চ, অর্জুন,
তানি, অহম্, বেদ, সর্বাণি, ন, ত্বম্, বেত্থ, পরন্তপ ॥ ৫॥

এর উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন –

অর্জুন	=	হে অর্জুন!	পরন্তপ	=	হে পরন্তপ
মে	=	আমার	তানি	=	ঐ
চ	=	এবং	সর্বাণি	=	সকল (জন্মের কথা)
তব	=	তোমার	ত্বম্	=	তুমি
বহূনি	=	অনেক	ন, বেত্থ	=	জানো না
জন্মানি	=	জন্ম	অহম্	=	আমি
ব্যতীতানি	=	অতীত হয়ে গেছে (কিন্তু)	বেদ	=	জানি।

[সকলের আদি হওয়াতে আমার উৎপত্তি দেবতারাও জানেন না – এ বিষয়ে ভগবানের কথন।]

(গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২–এর ফটোকপি)

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২॥

ন, মে, বিদুঃ, সুরগণাঃ, প্রভবম্, ন, মহর্ষয়ঃ,
অহম্, আদিঃ, হি, দেবানাম্, মহর্ষীণাম্, চ, সর্বশঃ ॥ ২॥

হে অর্জুন!

মে	=	আমার	বিদুঃ	=	জানেন
প্রভবম্	=	উৎপত্তি অর্থাৎ বিভূতিসহ লীলা দ্বারা প্রকাশ হওয়া	হি	=	কেননা
			অহম্	=	আমি
ন	=	না	সর্বশঃ	=	সকল প্রকারেই
সুরগণাঃ	=	দেবতারাই	দেবানাম্	=	দেবতাদের
(বিদুঃ)	=	জানেন (এবং)	চ	=	ও
ন	=	না	মহর্ষীণাম	=	মহর্ষিগণের
মহর্ষয়ঃ	=	মহর্ষীগণ (ই)	আদিঃ	=	আদি কারণ।

* বিচার করুন পাঠকগণ! যার জন্ম–মৃত্যু আছে, তিনি অবিনাশী কি করে হতে পারেন? তিনি নাশবান। নাশবান কখনো সমর্থ(পূর্ণ ক্ষমতাশীল) হন না।

প্রশ্ন ঃ যদি গীতা জ্ঞানদাতার (শ্রী বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের) জন্ম–মৃত্যু হয় অর্থাৎ নাশবান হন, তাহলে অবিনাশী অর্থাৎ জন্ম–মৃত্যু থেকে রহিত কোন প্রভু আছেন, যিনি গীতা জ্ঞান দাতা থেকে অন্য কেউ?

উত্তর ঃ এর উত্তর গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১৭ এবং গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬–১৭ তে এবং অধ্যায় ১৮ এর শ্লোক ৪৬, ৬১ এবং ৬২ তে উল্লেখিত আছে।

* **গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১৭ ঃ-** (গীতা জ্ঞানদাতা নিজের থেকে ভিন্ন অন্য পরমেশ্বরের মহিমা বলেছেন।) নাশরহিত তো তাকে জানো, যার দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ ব্যাপ্ত আছে। এই অবিনাশীর বিনাশ করতে কেউই সমর্থ নয়। [গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৪৬ এও গীতা জ্ঞানদাতা নিজের থেকে অন্য পরমেশ্বরের মহিমার কথা বলেছেন।]

* **গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৪৬ ঃ-** যে পরমেশ্বর দ্বারা সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে এবং যার দ্বারা সম্পূর্ণ জগত ব্যাপ্ত আছে, নিজেদের স্বাভাবিক কর্ম দ্বারা তাঁর পূজো করে মানুষ পরম সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়ে যায়।

* **গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬১ ঃ-** [গীতা জ্ঞানদাতা নিজের থেকে অন্য পরমেশ্বরের মহিমার কথা বলেছেন]। হে অর্জুন! শরীর রূপী যন্ত্রে আরূঢ় থাকা সমগ্র প্রাণীদেরকে পরমেশ্বর নিজের মায়া (তাদের নিজেদের কর্ম অনুসারে) দ্বারা ভ্রমণ করাতে থাকা অবস্থায় সর্ব প্রাণীদের হৃদয়ে অবস্থিত থাকেন।

* **গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ ঃ-** [এই শ্লোকে গীতা জ্ঞানদাতা অর্জুনকে নিজের থেকে অন্য উপরোক্ত পরমেশ্বরের শরণে সর্বতভাবে চলে যাওয়ার জন্য বলেছেন।]

হে ভারত! তুই সম্পূর্ণ ভাবে ওই পরমেশ্বরের শরণে চলে যা। ওই পরমাত্মার কৃপায় তুই পরম শান্তিকে এবং সনাতন পরম ধাম অর্থাৎ সত্যলোক (অমর স্থান) প্রাপ্ত হয়ে যাবি।

<u>"গীতা জ্ঞান দাতার থেকে অন্য ও অবিনাশী এবং আমাদের সকলের ধারণ–পোষণকারী পরমেশ্বরের প্রমাণ কেবল ওই পরমাত্মাই, এর প্রমাণ ঃ-</u>

* **গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬–১৭ ঃ-**

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ তে বলা হয়েছে যে, এই সংসারে দুই পুরুষ (প্রভূ) আছেন। এক হলেন ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্মা) এবং অপরজন হলেন অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম), এনারা দুজন এবং এনাদের অন্তর্গত সমস্ত প্রাণীই নাশবান।

গীতা অধ্যায় ১৫ এর শ্লোক ১৭ তে স্পষ্ট করে দিয়েছে যেঃ-

* **গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ ঃ-** উত্তম পুরুষ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর তো উপরোক্ত ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের থেকে অন্য কেউ আছেন, যাকে পরমাত্মা বলা হয়। যিনি তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের ধারণ–পোষণ করেন আর তিনিই হলেন অবিনাশী পরমাত্মা।

* হিন্দু ভাইয়েরা! কৃপা করে প্রমাণের জন্য উপরোক্ত শ্লোকের ফটোকপি পড়ুন, যা গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত এবং শ্রী জয়দয়াল গোয়ন্দকা দ্বারা অনুবাদিত **'শ্রীমদ্ভগবত গীতা পদচ্ছেদ, অন্বয়'** থেকে নেওয়া ঃ–

[সৎ ও অসতের স্বরূপ]

(গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১৭–এর ফটোকপি)

অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥ ১৭॥

অবিনাশী, তু, তৎ, বিদ্ধি, যেন, সর্বম, ইদম, ততম্, বিনাশম্,
অব্যয়স্য, অস্য, ন, কশ্চিৎ, কর্তুম, অর্হতি ॥ ১৭॥

এই ন্যায়ানুসারে

অবিনাশি	=	নাশ রহিত	ততম্	=	ব্যাপ্ত রয়েছে (কেননা)
তু	=	তো	অস্য	=	এই
তৎ	=	তাকে	অব্যয়স্য	=	অবিনাশীর
বিদ্ধি	=	জানো	বিনাশম্	=	বিনাশ
যেন	=	যার দ্বারা	কর্তুম্	=	করতে
ইদম্	=	এই	কশ্চিৎ	=	কেউই
সর্বম	=	সম্পূর্ণ (জগৎ)	ন, অর্হতি	=	সমর্থ হয় না।

(গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৪৬–এর ফটোকপি)

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬॥

যতঃ, প্রবৃত্তিঃ, ভুতানাম্, যেন, সর্বম, ইদম্, ততম্,
স্বকর্মণা, তম্, তভ্যর্চ্য, সিদ্ধিম্, বিন্দতি, মানবঃ ॥ ৪৬॥

হে অর্জুন –

যতঃ	=	যে পরমাত্মা থেকে	তম্	=	সেই পরমেশ্বরকে
ভুতানাম্	=	সমস্ত ভুতের	স্বকর্মণা	=	নিজের স্বাভাবিক কাজের দ্বারা
প্রবৃত্তিঃ	=	উৎপত্তি হয়েছে (এবং)	অভ্যর্চ্য	=	পূজা করে [২]
যেন	=	যা দ্বারা	মানবঃ	=	মানুষ
ইদম্	=	এই	সিদ্ধিম্	=	পরম সিদ্ধিকে
সর্বম্	=	সর্ব (জগৎ)	বিন্দতি	=	প্রাপ্ত হয়।
ততম্	=	ব্যাপ্ত আছে			

[সকলের হৃদয়ে অন্তর্যামী পরমাত্মার ব্যাপ্তি কথন।]

(গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬১–এর ফটোকপি)

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১॥

ঈশ্বরঃ, সর্বভূতানাম্, হৃদ্দেশে, অর্জুন, তিষ্ঠতি,
ভ্রাময়ন্, সর্বভূতানি, যন্ত্রারূঢ়ানি, মায়য়া ॥ ৬১॥

কেননা –

অর্জুন	=	হে অর্জুন,	ভ্রাময়ন্	=	ভ্রমণ করাতে থেকে
ঈশ্বরঃ	=	অন্তর্যামী পরমেশ্বর	সর্বভূতানাম্	=	সমস্ত ভূতপ্রাণীগণের
মায়য়া	=	(নিজের) মায়ার দ্বারা	হৃদ্দেশে	=	হৃদয়ে
যন্ত্রারূঢ়ানি	=	শরীররূপ যন্ত্রে আরূঢ়	তিষ্ঠতি	=	স্থিত আছেন।
সর্বভূতানি	=	সমস্ত প্রাণীকে (তাদের কর্মানুসারে)			

[ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য আজ্ঞা এবং তার ফল।]

(গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২–এর ফটোকপি)

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২॥

তম্, এব, শরণম্, গচ্ছ, সর্বভাবেন, ভারত,
তৎপ্রসাদাৎ, পরাম্, শান্তিম্, স্থানম্, প্রাপ্স্যসি, শাশ্বতম্ ॥ ৬২॥

এইজন্য –

ভারত	=	হে ভারত	তৎপ্রসাদাৎ	=	সেই পরমাত্মার কৃপাতে (ই)
সর্বভাবেন	=	সকল রকমে	পরাম্	=	পরম
তম্	=	সেই পরমেশ্বরের	শান্তিম্	=	শান্তি (ও)
এব	=	ই	শাশ্বতম্	=	সনাতন
শরণম্	=	অনন্যভাবে শরণ [১]	স্থানম্	=	পরমধাম
গচ্ছ	=	গ্রহণ কর	প্রাপ্স্যসি	=	প্রাপ্ত হবে।

(গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬–এর ফটোকপি)

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬॥

দ্বৌ, ইমৌ, পুরুষৌ, লোকে, ক্ষরঃ, চ, অক্ষরঃ, এব, চ,
ক্ষরঃ, সর্বাণি, ভূতানি, কূটস্থঃ, অক্ষরঃ, উচ্যতে ॥ ১৬॥

এবং হে অর্জুন –

লোকে	=	এই সংসারে	এব	=	ই
ক্ষরঃ	=	নাশবান্	ইমৌ	=	এই
চ	=	ও	দ্বৌ	=	দুই প্রকারের [১]
অক্ষরঃ	=	অবিনাশী	পুরুষৌ	=	পুরুষ আছেন (তাঁদের মধ্যে)

সর্বাণি	=	সমস্ত	কূটস্থঃ	=	জীবাত্মাকে
ভূতানি	=	ভূতপ্রাণীদের শরীর	অক্ষরঃ	=	অবিনাশী
ক্ষরঃ	=	নাশবান্	উচ্যতে	=	বলা হয়।
চ	=	আর			

(গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭–এর ফটোকপি)

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭॥

উত্তমঃ, পুরুষঃ, তু, অন্যঃ, পরমাত্মা, ইতি, উদাহৃতঃ,
যঃ, লোকত্রয়ম্, আবিশ্য, বিভর্তি, অব্যয়।, ঈশ্বরঃ ॥ ১৭॥

এবং এই দুটি হতে –

উত্তমঃ	=	উত্তম	বিভর্তি	=	সকলকে ধারণ পোষণ করেন (এবং যাকে)
পুরুষঃ	=	পুরুষ			
তু	=	তো			
অন্যঃ	=	ভিন্ন (ই)	অব্যয়ঃ	=	অবিনাশী
যঃ	=	যিনি	ঈশ্বরঃ	=	পরমেশ্বর (ও)
লোকত্রয়ম্	=	লোকত্রয়ে	পরমাত্মা	=	পরমাত্মা
আবিশ্য	=	প্রবেশ করে	ইতি	=	এইরূপ
			উদাহৃতঃ	=	বলা হয়েছে।

➢ **ভ্রম নিবারণ ঃ-** গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৮ তে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, আমি লোকবেদ(প্রচলিত গল্পকথা) অনুসারে পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ, কারণ আমি আমার অন্তর্গত সব প্রাণীদের মধ্যে উত্তম।

➢ **বিচার করুন ঃ-** গীতা জ্ঞানদাতা গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩ এ পরম অক্ষর ব্রহ্মকে(পুরুষকে) নিজের থেকে অন্য বলেছেন। ৫-৭ নং শ্লোকে নিজের ভক্তি করার জন্য বলেছেন এবং গীতা অধ্যায় ৮ এর শ্লোক নং ৮–৯–১০ এ নিজের থেকে অন্য পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ পরম অক্ষর পুরুষ/ সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম অর্থাৎ দিব্য পরম পুরুষের (পরমেশ্বর্রের) ভক্তি করার জন্য বলেছেন। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৯ এ তাঁকেই সকলের ধারণ পোষণকারী বলেছেন। এই প্রকার গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে নিজের থেকে অন্য পরম অক্ষর পুরুষকে পুরুষোত্তম বলেছেন। ওনাকেই সকলের ধারণ পোষণকারী অবিনাশী বলা হয়েছে। তারপর গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৮ তে নিজের স্থিতি সম্পর্কে বলেছেন যে, আমি তো লোকবেদের(প্রচলিত গল্পকথার) আধারে পুরুষোত্তম প্রসিদ্ধ। [বাস্তবে পুরুষোত্তম তো উপরের গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে বলে দিয়েছেন।]

কিছু ব্যক্তি ১৮ নং শ্লোক পড়ে বলেন যে, দেখো! গীতা জ্ঞানদাতা নিজেকে পুরুষোত্তম বলেছেন। এঁর থেকে অন্য কোনো পুরুষোত্তম নেই। তাদের এই মূর্খ চিন্তাধারার উত্তর উপরে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ- শাস্ত্রে কোন ভক্তি কর্ম (কর্তব্য) করার যোগ্য এবং কোন কর্ম (অকর্তব্য) করার অযোগ্য বলা আছে?

উত্তর ঃ- শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৩ তে গীতা জ্ঞানদাতা প্রভু নিজের ভক্তি/পূজোর জন্য কেবল এক অক্ষর ॐ (ঔম্) স্মরণ করতে বলেছেন। এছাড়া অন্য নাম জপ করার নয় (অকর্তব্য)।

গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১০–১৫ তে যজ্ঞ করাকে যোগ্য ভক্তি কর্ম বলা হয়েছে। আর তাতে পরম অক্ষর ব্রহ্মকে অর্থাৎ অবিনাশী পরমাত্মাকে ঈষ্ট রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে বলেছেন।

➢ **যজ্ঞ পাঁচ প্রকারের হয় ঃ** ১) ধর্ম যজ্ঞ ২) ধ্যান যজ্ঞ, ৩) হবন যজ্ঞ ৪) প্রণাম যজ্ঞ ৫) জ্ঞান যজ্ঞ।

এগুলিকে করার বিধি তত্ত্বদর্শী সন্তই বলেন। এই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২-৩৩-৩৪ এও আছে। বলা হয়েছে যে সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম নিজের মুখে বলা বাণীতে তত্ত্বজ্ঞান বলেন। তাতেই পূর্ণ মোক্ষ হয়। তা জানতে পারলে তুই সর্ব কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হবি। (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২)

গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৩ ঃ– হে পরন্তপ অর্জুন! দ্রব্যময়(অর্থ ব্যয় করে করা) যজ্ঞ করার চেয়ে জ্ঞান যজ্ঞ অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সন্তের সতসঙ্গ শোনা অধিক শ্রেষ্ঠ। কারণ তত্ত্বদর্শী সন্ত ধর্ম–কর্ম বা জপ ইত্যাদি ভক্তি করার শাস্ত্র অনুকুল বিধি বলেন। যেমন জ্ঞান না থাকায় কর্ণ (ষষ্ঠ পাণ্ডব) কেবল সোনা (Gold) দান করেছিলেন। তার প্রতিফলে তাকে স্বর্গে এক সোনার পর্বতে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি ক্ষুধার্ত হলে ভোজন চান। তাকে বলে দেওয়া হয় যে, আপনি অন্ন দান(ধর্ম যজ্ঞ) করেন নি। কেবল সোনা দান করেছিলেন। এজন্য ভোজন পাওয়া যাবে না। যদি তিনি তত্ত্বদর্শী সন্তের শরণে থাকতেন, তাহলে পাঁচ যজ্ঞ করে পূর্ণ মোক্ষ লাভ করতে পারতেন। এজন্য গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৩ এ বলা হয়েছে যে, দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ (জ্ঞান যজ্ঞ) তত্ত্বদর্শী সন্তের জ্ঞান শুনলেই জানা যায় যে, শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী ভক্তি কর্ম কোনটা?

গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪–এ বলা হয়েছে যে, ওই তত্ত্বজ্ঞানকে সচ্চিদানন্দ ঘন পরমাত্মা নিজের মুখকমল দ্বারা বলা বাণীর মাধ্যমে বলেছেন, ওই বাণীতে লেখা আছে। তা তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে গিয়ে বোঝ। তাঁকে শ্রদ্ধা সহকারে দণ্ডবত প্রণাম করে, ছল–কপটতা ছেড়ে সরলতা পূর্বক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে, সেই পরমাত্ম তত্ত্ব জানা মহাত্মা তোকে ওই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবেন।

সেই তত্ত্বজ্ঞান আমার (লেখক রামপাল দাসের) কাছে আছে, যা সূক্ষ্মবেদে স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম কবীর নিজের মুখ কমল দ্বারা বাণী অর্থাৎ কবীর বাণীর মাধ্যমে বলেছেন, শ্রী ধর্মদাস(বান্ধব গড় নিবাসী) লিখেছেন। তারপর সেই জ্ঞান পরমেশ্বর কবীর নিজের প্রিয় আত্মা সন্ত গরীবদাসকে বলেছিলেন এবং নিজের সতলোক দেখিয়েছিলেন। তারপর সন্ত গরীবদাস নিজের চোখে দেখা কবীর ভগবানের মহিমা বলেন। সূক্ষ্মবেদে সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান আছে। চার বেদের(ঋগবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ) জ্ঞান সূক্ষ্মবেদ থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ জ্ঞান ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তা পূরণ করার জন্য পরমেশ্বর স্বয়ং পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলেছিলেন।

➢ সম্পূর্ণ তথা অধিক তথ্য জানার জন্য হিন্দু ভাইয়েরা কৃপা করে পড়ুন "গীতা তোমার জ্ঞান অমৃত" যা লেখক [সন্ত রামপাল দাস জী মহারাজ (সতলোক আশ্রম, বরবালা)] দ্বারা লিখিত। মূল্য মাত্র 10/- টাকা। যদি আপনারা এই পুস্তকটি বিনামূল্যে পেতে চান, তাহলে অনুগ্রহ করে নিজের সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর, নীচে দেওয়া নম্বরে SMS বা Whatsapp করুন। ডাক খরচাও আপনাকে দিতে হবে না। অন্যান্য পুস্তক জ্ঞানগঙ্গা, জীবনের পথও একই ভাবে পেতে পারেন। এছাড়াও উপরোক্ত পুস্তক এবং অন্য সমস্ত পুস্তক আমাদের Website বা Sant Rampal Ji Maharaj অ্যাপ থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের ওয়েব সাইট ঃ www.jagatgururampalji.org সতসঙ্গ শোনার জন্য Youtube এ সার্চ করুন – "Sant Rampal Ji Maharaj Channel" SMS বা Whatsapp করার জন্য আমাদের সম্পর্ক সূত্র ঃ 7496801825